



মীর শাহে আলমকে নিয়ে প্রতিবেদন: চ্যানেল ওয়ানে সাইবার হামলার অভিযোগ



প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারের পর চ্যানেল ওয়ানের ফেসবুক পেজে ধারাবাহিক সাইবার হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। একই সঙ্গে চ্যানেল ওয়ানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট channelonenewsbd হ্যাক করার চেষ্টাও চলছে বলে দাবি করা হয়েছে।

চ্যানেল ওয়ানের এডিটর ইন চিফ নাজমুল আশরাফ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার ওয়ান বুলেটিন-এ ‘নীতি-নৈতিকতা ভেঙে সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর ব্যবসা; তিনটি মন্ত্রণালয়ে ঠিকাদারি’ শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। প্রতিবেদনে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের ঠিকাদারি কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, প্রতিমন্ত্রীর নিজের মন্ত্রণালয়সহ তিনটি মন্ত্রণালয়ে তার ঠিকাদারি কাজ রয়েছে এবং প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি সরকারের কাছ থেকে প্রায় ৪০ কোটি টাকার কাজ পেয়েছেন। আইনবিদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বরাতে বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, এসব কার্যক্রম সংবিধান ও নীতিগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রতিবেদনটি চ্যানেল ওয়ানের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশের পরপরই ফেসবুক পেজে ধারাবাহিক সাইবার হামলা শুরু হয়। ‘আনন্দবার্তা’ ও ‘আলি খান’ নামে দুটি পেজ থেকে ভুয়া কপিরাইট দাবি করে প্রতিবেদনটি ব্লক করা হয়। চ্যানেল ওয়ানের দাবি, নিজেদের তৈরি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অন্যের কপিরাইট দাবি তুলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্লক করার ঘটনা অস্বাভাবিক এবং এর পেছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।



প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চ্যানেল ওয়ানে সাইবার হামলা

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারের পরপরই চ্যানেল ওয়ানের ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা হয়েছে। এখনও হামলা অব্যাহত রয়েছে। সেইসাথে চ্যানেল ওয়ানের ইনস্টাগ্রামও (channelonenewsbd) হ্যাক করার চেষ্টা চলছে।

১৭ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার ওয়ান বুলেটিন ‘নীতি-নৈতিকতা ভেঙে সরকারের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর ব্যবসা; তিনটি মন্ত্রণালয়ে ঠিকাদারি’ শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারিত হয়—যেখানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মীর শাহে আলমের ঠিকাদারি কাজ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব ঠিকাদারির মধ্যে প্রতিমন্ত্রীর নিজের মন্ত্রণালয়ের কাজও রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পরে সরকারের কাছ থেকে তিনি কাজ নিয়েছেন প্রায় ৪০ কোটি টাকার। এগুলোকে সংবিধান ও নীতিবাহিত বলেছেন আইনবিদ ও সংশ্লিষ্টরা।

এই প্রতিবেদনটি চ্যানেল ওয়ানের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হওয়ার পরে ফেসবুক পেজে (Channel One News, <https://www.facebook.com/channelonenewsbdhaka>) ক্রমাগতভাবে সাইবার হামলা হয়। ‘আনন্দবার্তা’ এবং ‘আলি খান’ নামে দুটি পেজ থেকে ভুয়া কপিরাইট দাবি করে প্রতিবেদনটি ব্লক করা হয়। বহুত চ্যানেল ওয়ানের নিজস্ব প্রতিবেদনের কপিরাইট অন্য কাউকে দেয়া এবং প্রতিবেদনটি সাথে সাথে ব্লক করার ঘটনা শুধু অস্বাভাবিক নয়, বরং চ্যানেল ওয়ান কর্তৃপক্ষ মনে করে এর পেছনে বড় কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে।

অনুসন্ধান দেখা যায়, সংঘবদ্ধভাবে ভুয়া কপিরাইট দাবি করে ফেসবুকে প্রতিবেদনটি ব্লক করার পাশাপাশি এ সম্পর্কিত সংবাদে ফটোকোর্ডও সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর রাতভর বট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে চ্যানেল ওয়ানের বিভিন্ন কনটেন্টে রিপোর্ট করা হয়। বিশেষ করে মীর শাহে আলম সংক্রান্ত নতুন কোনো পোস্ট দিলেই ফেসবুকে রিপোর্ট করা হয়। ভুয়া কপিরাইটের অভিযোগে কয়েকটি খবর, কার্ড এমনকি ফেসবুক পেজের প্রোফাইল ও কাভার ছবিতেও স্ট্রাইক দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল চ্যানেল ওয়ানের ফেসবুক পেজ ছাড়িয়ে ব্লক করে দেয়া। ১৮ জুলাই শনিবার বিকালে চ্যানেল ওয়ানে সাইবার হামলাসম্পর্কিত খবরটিও ফেসবুক পেজ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

প্রসঙ্গত, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর ঠিকাদারি ব্যবসা নিয়ে করা প্রতিবেদনটি সাংবাদিকতার সকল নিয়ম ও নীতি-নৈতিকতা মেনে করা তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিবেদনটি বিষয়ে কারো কোনো বক্তব্য থাকলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সেটির প্রতিকার করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত পথে না গিয়ে সাইবার আক্রমণ চালিয়ে গণমাধ্যমের কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চ্যানেল ওয়ান কর্তৃপক্ষ এমন কাণ্ডকে চিহ্নিত আচরণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। ফেসবুক পেজে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান জন্য চ্যানেল ওয়ান কাজ করে যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

নাজমুল আশরাফ ১৭/৭/২৬

এডিটর ইন চিফ, চ্যানেল ওয়ান।

সংবাদ প্রকাশের তারিখ

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সংঘবদ্ধভাবে ভুয়া কপিরাইট অভিযোগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদে ফটোকোর্ডও সরিয়ে ফেলা হয়। পরে রাতভর বট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে চ্যানেল ওয়ানের বিভিন্ন কনটেন্টে রিপোর্ট করা হয়। বিশেষ করে মীর শাহে আলম-সংক্রান্ত নতুন কোনো পোস্ট প্রকাশের পরপরই সেগুলোকে লক্ষ্য করে রিপোর্ট করা হয়। ভুয়া কপিরাইট অভিযোগে কয়েকটি সংবাদ, ফটোকোর্ড, এমনকি ফেসবুক পেজের প্রোফাইল ও কাভার ছবিতেও স্ট্রাইক দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল চ্যানেল ওয়ানের ফেসবুক

পেজ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ১৮ জুলাই শনিবার বিকেলে সাইবার হামলাসংক্রান্ত একটি সংবাদও ফেসবুক পেজ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চ্যানেল ওয়ানের দাবি, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর ঠিকাদারি ব্যবসা নিয়ে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি সাংবাদিকতার সব নীতি ও পেশাগত মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনের বিষয়ে কারও আপত্তি বা বক্তব্য থাকলে প্রচলিত নিয়মে তার জবাব দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেই পথ অনুসরণ না করে সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে চ্যানেল ওয়ান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফেসবুক পেজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার এবং সাইবার হামলা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

LENS ASIA